পাঠক ফোরাম

রাজনৈতিক বাণিজ্য

বর্তমান রাজনীতি নীতি-আদর্শ-দেশপ্রেম ও সব ধরনের মূল্যবোধ বর্জিত। ২৬ মার্চ '০৫ পত্রিকার খবরে প্রকাশ, ১৯৭২ সাল থেকে ২০০০ সালের ৫ নবেম্বর পর্যন্ত অস্ত্রের লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল ১ লাখ ৮৯ হাজার ৫৬৫টি, এর মধ্যে ১ লাখ ৩৫ হাজার অস্ত্রের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি, জোট সরকার ক্ষমতায় বসেই বিভিন্ন অপরাধে দায়েরকৃত ৭০ হাজার মামলা তুলে নিয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের গত নির্বাচনে ৩২ জন দাগী সন্ত্রাসীকে জোট সরকার মনোনয়ন দিয়েছে। অথচ এরাই সন্ত্রাস দমনের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিল। জোট সরকার সামরিক বাহিনী নামিয়ে ক্লিন হার্ট অভিযান চালাবার পর এখন র‍্যাব-চিতা-কোবরা দিয়ে ক্রসফায়ার চালিয়ে যাচ্ছে। টিআইবি'র প্রধান অর্থনীতিবিদ অভিযোগ তোলেন, বর্তমান সংসদের ১০৪ জন সাংসদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে প্রধান প্রধান দলের প্রার্থীদের ১ থেকে ২৭ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হয়েছে। ২৭ কোটি টাকা যারা খরচ করেছেন তারা প্রার্থী হওয়ার জন্য দলের তহবিলে দিয়েছেন ১০ কোটি, বাকি ১৭ কোটি টাকা সরাসরি নির্বাচনে খরচ করেছেন। এরাই সংসদে গিয়ে জনস্বার্থে কথা তো বলেই না, উল্টো কোরামের অভাবে মিনিটে ১৫ হাজার করে জনগণের কোটি কোটি টাকার অপচয় করে। এরা একদিকে সন্ত্রাস তৈরি করে, অন্যদিকে জনগণের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য কথিত সন্ত্রাস দমনের নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

বোরহান উদ্দিন সোহেল
লক্ষ্মীনারায়ণপুর, মাইজদী, নোয়াখালী

বাপী শাহরিয়ার থেকে হ্যাপী

বাংলাদেশের রাজপথে মোটরগাড়িতে চাপা পড়ে মৃত্যু ঘটলে তার বিচার করার জন্য বর্তমানে দেশে কোনো আইন নেই। যদিও এ মৃত্যুগুলোর প্রায় প্রতিটিই হচ্ছে 'নরহত্যা'। এ ধরনের সড়ক হত্যাকান্ডের মামলায় বাদী হতে হয় স্বয়ং রাষ্ট্রের, পক্ষে থাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। মামলাগুলোতে পেনালকোডের ৩টি ধারা ব্যবহার করা হয়। ধারা ৩টি হচ্ছে ৩০৪ (খ), ২৭৯ ও ৩৩৮ (ক) বর্তমান পেনালকোডটি কার্যকর হয়েছে ১৮৬০ সালের ৬ অক্টোবর অর্থাৎ দেড়শ' বছর পূর্বের ব্রিটিশ উপনিবেশে এবং যাকে এখনো আমাদের দন্ড আইনের 'বাইবেল' হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। পেনালকোডের ৩০৪ (খ) ধারাতে বলা হয়েছে প্রকাশ্য রাজপথে ঘোড়া চালিয়ে বা কোনো যান চালিয়ে কারো মৃত্যু ঘটালে সে ক্ষেত্রে চালকের সর্বোচ্চ ৩ বছর জেল বা জরিমানা হবে। জরিমানার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। ২৭৯ ধারাতে বলা হয়েছে মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে এমনভাবে রাজপথে ঘোড়া অথবা যান চালালে সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩ বছর জেল বা সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা জরিমানা হবে। ৩৩৮(ক) ধারায় বলা হয়েছে রাজপথে ঘোড়া অথবা কোনো যান চালিয়ে কাউকে আহত করলে তার সাজা হবে সর্বোচ্চ ২ বছর জেল অথবা যেকোনো অঙ্কের জরিমানা। বাংলাদেশে এ মামলাগুলোতে সত্যিকারের সাক্ষী পাওয়া বেশ কঠিন বিষয় হয়ে যায়। কারণ শ্রমিক বা মালিক সমিতির মনোনীত ব্যক্তিকেই পুলিশ (সঙ্গতকারণে) সাক্ষী করে থাকে। কদাচিৎ মামলা প্রমাণিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসামিকে সামান্য পরিমাণে জরিমানা দন্ড দিয়েই ছেড়ে দেয়া হয়। '৮০-এর দশকে তরুণ ছড়াকার বাপী শাহরিয়ার এরশাদ সরকারের প্রভাবশালী এক মন্ত্রীর পুত্রের গাড়িতে চাপা পড়ে দীর্ঘদিন যন্ত্রণাভোগের পর মৃত্যুবরণ করেন। অনেক আইনি ঝক্কির পর সেই মন্ত্রীপুত্রের সাজা হয়েছিল ১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা। হ্যাপী হত্যার মামলাটি পেনাল কোডের কোন ধারায় রেকর্ড হয়েছে জানি না। হ্যাপীর সতীর্থসহ দেশের পুলিশ সমাজের প্রতি নিবেদন, হ্যাপীর মামলাটিও যেন আইনের চোরাবালিতে হারিয়ে না যায় সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি প্রয়োজন। সুশীল সমাজের প্রতি আরো আবেদন, সড়ক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু প্রতিরোধ করার জন্য কঠোর আইন চালু করার বিষয়টিতে একটু সোচ্চার হোন।

আনিস উল হক, নীলফামারী
ই-মেইল : ashurkhai@cellemail.net

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শত শত বাংলাদেশী বন্দিদশা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যারা চাকরি করছে তাদের অনেকেই দাসসুলভ জীবন যাপন করছে। লাখ লাখ টাকা খরচ করে আদম ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে অবৈধ উপায়ে বিদেশে পাড়ি দিতে গিয়ে কেউ কেউ সমুদ্রে ডুবে, কেউ মরুভূমি অথবা গহীন অরণ্যে বেঘোরে প্রাণ দিচ্ছে। এতো ঘটনার পরও দু-চার দিন হইচই করে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের দু-চারজনকে পুলিশ হেফাজতে নিতে শোনা যায়। কিন্তু কোনো ফলোআপ বা শাস্তির কথা শোনা যায় না। বরং এ ধরনের আদম ব্যবসায়ীরা বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক এবং ক্ষমতাধরদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে থাকে। কিছু দিন আগে মালয়েশিয়া, গ্রিস, তুরস্ক, কেনিয়া, জর্ডান, কাতার, কুয়েত প্রভৃতি দেশে চাকরিরত ও চাকরিবিহীনদের দুর্ভোগের করুণ কাহিনী পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যাপারেই ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্বেগ ও উদ্যোগ নজরে পড়ে না। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর যোগসাজশ ছাড়া কি করে আদম ব্যবসায়ীরা লাইসেন্স পায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নজর এড়িয়ে পাসপোর্ট ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়!

মজহারুল ইসলাম মজুমদার, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

বিদিশা নাটকের শেষ কোথায়

একের পর এক মামলা দায়ের করা হচ্ছে বিদিশার বিরুদ্ধে। চুরি, প্রতারণা, ব্যভিচার, মানি লন্ডারিং- নানা ধরনের মামলায় হয়রানি করা হচ্ছে তাকে। একটির জামিন আদেশের পর প্রকাশ করা হচ্ছে আরেকটি অভিযোগ। তথ্য পাচার, বিদেশী টাকায় সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র, এমন মন্তব্যও করেছেন সরকারের দায়িত্বশীল অনেকে। অন্যদিকে এরশাদ বিদেশ থেকে এসে সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি সবগুলো মামলা সম্পর্কে জানেন না। অসুস্থ বিদিশা এই টানা-হেচড়ায় এখন মুমূর্ষু। তার বাবা অধ্যাপক আবু বকর সিদ্দিক ন্যায়বিচারের জন্য অসহায়ের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। আগামীতে তার বিরুদ্ধে আরো বিপজ্জনক কিছু মামলা দেয়া হবে বলে বিদিশার বাবা মনে করছেন। তাহলে কি আমরা ধরেই নেবো এ দেশে প্রভাবশালীরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে? তা না হলে একজন বিদিশাকে এই অমানবিক হয়রানির পেছনে আইনগত ভিত্তি কতোখানি?

শামসুল আলম, পশ্চিম কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা

২. আমরা বাস করছি আসলেই অসম্ভব সম্ভবের দেশে। যদি কয়েক দিন পর শুনি বিদিশার বিরুদ্ধে হত্যা, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই এমন আরো অসংখ্য মামলা দেয়া হয়েছে তাহলে অবাক হবো না। এমনকি যদি তাকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয় তাহলেও বিস্মিত হবো না। কেননা, আমরা বাস করছি অসম্ভব সম্ভবের দেশে। কৃত্রিম এই পরিস্থিতি দেখে মনে হয় এখানে সবই সম্ভব। বিদিশাকে ডিভোর্স দিয়ে পাপী এরশাদ চলে গেলেন হজ করতে। সঙ্গে নিয়ে গেলেন বিদিশার প্রতিবন্ধী শিশুপুত্র এরিককে। এরিক এখন কোথায়, কেমন আছে আমরা কি তা জানতে পেরেছি কেউ? নাকি জানতে চাইবো? আমরা তো সবাই সুবিধাবাদীদের দলে।

ফিরোজ আখতার, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

ধর্মীয় সন্ত্রাস

বাংলাদেশে আহমদিয়ারা সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক আঘাতের সম্মুখীন হতে হয় ১৯৮৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। পূর্বপরিকল্পিত এই আক্রমণের ফলশ্রুতিতে আহমদিয়াদের (কাদিয়ানিদের) আর্থিক সহায়তায় গড়া শহরের আহমদি পাড়াস্থ দ্বিতল মসজিদ থেকে আহমদিয়াদের (কাদিয়ানিদের) বেদখল করে দেয়া হয়। আজও আহমদিয়ারা (কাদিয়ানিরা) তাদের এই মসজিদটি ফেরত পায়নি। এই মসজিদ দখলের পরে একই জেলায় আরো পাঁচটি আহমদিয়া মসজিদ ধর্ম ব্যবসায়ী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র জোরপূর্বক দখল

করে নেয়। এই দখলকৃত মসজিদগুলোর মধ্যে রয়েছে ভাদুগড়, ঘাটুরা, খড়মপুর, রিষ্ণুপুর এবং শালগাঁও। এসব আক্রমণের সময় স্থানীয় আহমদিয়াদের (কাদিয়ানিদের) ওপর দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। সেই সময়ে দেশের বিভিন্ন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় এই মসজিদ দখলের ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সরকারের হস্তক্ষেপও কামনা করা হয়েছে। আহমদিয়ারা (কাদিয়ানিদের) এসব দখলকৃত মসজিদ ফেরত পাবার জন্য অনেক চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সমস্ত চেষ্টা বিফল সাব্যস্ত হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকার খবরে জানতে পারি দখলদাররা বিষ্ণুপুর আর শালগাঁও আহমদিয়া মসজিদে অবস্থান অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়ে সেগুলোকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে যায়। আমরা আরো দেখি যে বিভিন্ন স্থানে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর প্রতিনিয়ত চালানো হচ্ছে জুলুম অত্যাচার। গত বছর রঘুনাথপুরবাগে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের এক ঈমামকে রোজা থাকা অবস্থায় খুন করা হয়। এ খবর দেশের প্রায় সব জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও আজ পর্যন্ত সরকার কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। ৮ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে জুমার খুতবা চলাকালে খুলনার আহমদিয়া মসজিদে আগে থেকে পেতে রাখা শক্তিশালী টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়। ৩০ জন মুসল্লি গুরুতর আহত হন। শহীদ হন আরো সাত জন। এ বোমা হামলার পেছনে কোন সংগঠন দায়ী তা সরকার আজো উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। আর পারবে কি করে! যদি ইচ্ছে থাকে তা হলেই তো পারা সম্ভব। দেখা যায় ইট, পাটকেল, লাঠিসোটা নিয়ে পুলিশের সামনে মসজিদের ওপর হামলা চালাচ্ছে অথচ একজনকেও পুলিশ পাকড়াও করছে না। পুলিশ নিজে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সাইনবোর্ড নামিয়ে সন্ত্রাসী মৌলবাদীদের ইচ্ছা মাফিক বানানো সাইবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এমন যদি করা হয় তাহলে কিভাবে দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম কর্ম পালন করবে? ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের আক্রমণ ও হামলা ঠেকাতে হলে, সব ধর্মের শান্তিপ্রিয় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কোনো ধর্মের উপাসনালয় যেন সন্ত্রাসীদের হামলায় বিধ্বস্ত ও তছনছ না হয় সে জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

মাহমুদ আহমদ সুমন
চকবাজার, চট্টগ্রাম

বরিশালবাসীরা ভালো নেই

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, বেগম সুফিয়া কামাল, জীবনানন্দ দাশ, কামিনী রায় এবং অশ্বিনী কুমার দত্তের মতো আরোও অনেক মহান ব্যক্তির জন্মস্থান বরিশালে। বৃহত্তর বরিশালের দীর্ঘদিনে তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি। বিভাগীয় শহর হবার পরও বিভাগীয় শহরে যেসব সুযোগ-সুবিধা ও উন্নয়ন দরকার তার কোনো কিছুই হচ্ছে না। বরিশালে যেসব রাজনৈতিক নেতা রয়েছেন, তারা ইচ্ছা করলে বরিশালের অনেক উন্নয়ন ঘটাতে পারতেন। আসল কথা হলো, নেতারা মুখে বড় বড় বুলি ছাড়েন কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই করেন না। নির্বাচনের সময় তারা নির্বাচিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন ওয়াদা দেন এটা করবেন ওটা করবেন, কিন্তু পরবর্তীতে তা ভুলে যান। আমরা যদি সিলেট এবং রংপুরের দিকে তাকাই তাহলে সিলেট বিভাগ বরিশাল বিভাগের চেয়ে অনেক এগিয়ে। বরিশাল বিভাগ ঘোষণার অনেক পরে সিলেট বিভাগ ঘোষণা হয়। তারপরও সিলেটে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। বরিশালের এমপি, মন্ত্রীদের প্রতি আমাদের আবেদন, বরিশালের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিন। আপনারা উন্নয়ন ঘটালে বরিশালবাসী আপনাদের ভুলবে না। বরং আপনাদের সারা জীবন মনে রাখবে।

শাহিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বরিশাল বিএম কলেজ

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

ধূমপান আইন

ধূমপান নিষিদ্ধ হলো কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনোও পথে-ঘাটে, স্কুলে-কলেজে, হাসপাতালে,অফিসে এখনও ধূমপান করতে দেখা যায়। আমরা সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে প্রচার করতে চাই ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বাংলাদেশে প্রতি বছর ৮ হাজার কোটি টাকা সিগারেটে পুড়েছে যা দিয়ে যমুনার মতো সেতু প্রতি বছর নির্মাণ করা যাবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক হিসাবে ১ হাজার টন তামাক উৎপাদনে ১ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। অধিকাংশ ধূমপায়ী জানে না যে, নিয়মিত ধূমপানের মধ্য দিয়ে তারা তাদের হার্টের কি পরিমাণ ক্ষতি করেন। প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫০ লাখ লোক মারা যায় ধূমপানের কারণে। ধূমপানকে বলা হয় মাদকাসক্তের প্রথম ধাপ। আমরা ধূমপান মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চাই। পাঠকগণ ভেবে দেখবেন কি?

বেনজু, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা

অবহেলায় বিদ্যালয়

এ বছর স্কুল সংস্কারের লক্ষ্যে পিরোজপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৭ লাখ এবং সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য তারও অধিক অর্থের বিল পাস হয়। অথচ সরকারি বালক বিদ্যালয় উন্নয়নের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নয়নের লেশ মাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এ বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৮০০। অথচ তাদের ব্যবহারের জন্য টয়লেট রয়েছে মাত্র ৬টি। যা ব্যবহারের জন্য চোখ-মুখ বন্ধ করে প্রবেশ করতে হয়। বালিকা বিদ্যালয়ে ভালো টয়লেট অতি প্রয়োজনীয়। অথচ টয়লেট সংস্কারের কোনো পদক্ষেপই নেই। প্রতি বছরের মতো এ বছরও এসএসসি পরীক্ষার সময় ছাত্রীরা দুর্ভোগের সম্মুখীন হলে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এ ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বহুরূপী
পিরোজপুর

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রসঙ্গ : মোবাইল ফোন

বাংলাদেশে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো নতুন নতুন গ্রাহক সৃষ্টির জন্য একের পর এক অফার নিয়ে বাজারে আসছে, কিন্তু কল চার্জ কমছে না। ইতিমধ্যে বাজারে টিএন্ডটি'র টেলিটক চলে এসেছে। এক সময়কার গ্রামীণ ফোনের মতো আজ টেলিটকের প্রতি গ্রাহকরা ঝুঁকে পড়ছে। মোবাইল ফোন কোম্পানির মধ্যে বর্তমানে গ্রামীণফোনের চার্জ অত্যন্ত বেশি। সাধারণ নাগরিকের মধ্যে মোবাইল বা টেলিফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি দেশের উন্নতির প্রমাণই বহন করে। মোবাইল ফোন কোম্পানির অযৌক্তিক লাইন চার্জ প্রত্যাহার না করা হলে আগামীতে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনের সম্ভাবনা রয়েছে। এমনিতে দেশে যে টেলিফোন (ল্যান্ড) ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার ত্রুটির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এক জায়গায় রিং করলে অন্য জায়গায় চলে যায়। রং কল ধরতে ধরতে টেলিফোন গ্রাহকরা ক্লান্ত। অন্যদিকে ফলস্ বিলের দৌরাত্ম্য কমানোর কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই গরিব দেশে মোবাইল কোম্পানিগুলো মোবাইল বিলে নানা কিছুর নামে বিল তৈরি করে তা সত্যিই দুঃখজনক। সেবার নামে জনগণকে চুষে একশ্রেণীর মোবাইল ফোন কোম্পানি রমরমা ব্যবসা করে যাবে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে একটি নীতিমালা তৈরি করতে হবে। মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো অযৌক্তিকভাবে যাতে বিল করতে না পারে এবং কল রেট প্রতিবেশী দেশের সমান করতে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, মুক্ত সাংবাদিক, ফরিদাবাদ, ঢাকা

সন্ত্রাসীদের হাতে সামরিক বাহিনীর গুলি

শিবিরের কুখ্যাত সন্ত্রাসী দুলাল উদ্দিন ওরফে মুন্নার আস্তানায় বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির ছাপ দেয়া গুলি পাওয়া গেছে। এর আগে তার গুরু শিবিরের আরেক দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী নাছিরের কাছেও পাওয়া গিয়েছিল একই গুলি। গাজীপুরে অবস্থিত এ ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত গুলি সশস্ত্র বাহিনী, বিডিআর, পুলিশসহ নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন ব্যবহার করে থাকে। সেই গুলি শিবির সন্ত্রাসীদের হাতে গেল কিভাবে? অস্ত্র আটক ও উদ্ধারের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র আটকের ঘটনা ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও এর রহস্য কি উদঘাটিত হয়েছে। দেশী-বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে বারবার সতর্ক করা হলেও সরকারের টনক নড়েনি। প্রশ্ন হচ্ছে, জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে জড়িত জামায়াত কি তাহলে এই অস্ত্রের ব্যবহার করছে। শিবির ক্যাডারদের হাতে সরকারি অস্ত্রভান্ডারের গুলি পাওয়ার পর মানুষের মনে পুরনো সেই সন্দেহ আরো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। তবে কি সর্ষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আসল ভূত? এ প্রশ্নের সাদুত্তর এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ কি আছে সরকারের?

আব্দুল আল বাকি, মালতিনগর, বগুড়া